

জন্মাষ্টমী ব্রত

জন্মাষ্টমী:-----

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা ছাড়া জন্মাষ্টমী অসম্পূর্ণ হবে !

যার আগমনে এই ধরণী (পৃথিবী) আনন্দে পরপূর্ণ হয়, যার স্মরণ মাত্র হৃদয় প্রফুল্লিত হয়, যার নাম কীর্তনে হৃদয়ে প্রমে ভাব জাগে, যার শ্রী বগ্নিহ দর্শনে আমার চোখ-মন-হৃদয় তৃপ্তি পায়, যার করুণা-কৃপার কথা মনে পড়া মাত্র চোখ আপনাআপনি অশ্রুসিক্ত হয়, যার লীলাকথা শোনা মাত্র হৃদয় ব্যাকুল হয়, যার বংশীধানিশোনা মাত্র মন-অহংকার আপনা-আপনি নিত হয়ে যায় ও বাহ্য জগতের কথা আর মনে রাখা সম্ভব হয় না - আপনা-আপনি তার চরণে সব সমর্পণ হয়ে যায়----- আমার সেই প্রাণ -গোবিন্দরে চরণে আমার শতকোটি -সহস্রকোটি প্রণাম।

জন্মাষ্টমী ব্রত ভগবান শ্রী কৃষ্ণের নাম -জপ-পূজা -বন্দনা-কীর্তন-স্মরণ-নজিরে সাধ্যমতো ভোগ নবিদেন প্রত্যেকেরে করা উচিত।

সারাবিশ্বে সনাতনী সম্প্রদায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব জন্মাষ্টমী উদযাপন করা হচ্ছে। জন্মাষ্টমী মানে যুগ পুরুষোত্তম, পরমাত্মা, মহাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মদবিস। এবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 5249তম জন্মদবিস পালন হচ্ছে। এ শুভদিনে সব অকল্যাণ ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করার শপথ নবেনে কৃষ্ণপ্রমৌরা।

সনাতন শাস্ত্র মতে, বিশ্ব যখন ঘোর অন্ধকারে এবং মারাত্মক পাপ ও অরাজকতায় পরপূর্ণ হয়েছিল তখন স্বয়ং পরমেশ্বর শ্রী শ্রী বগ্নিগুর মানবরূপী মহাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এ ধরাধামে অবতীর্ণ হন। উদ্দেশ্য-দুষ্টেরে দমন, শষ্টিরে পালন ও ধর্ম রক্ষা। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দুর্বলরে অধিকার প্রতষ্টি এবং শান্তিহীন পৃথিবীতে শান্তি ফরিয়ে আনতাই শান্তদিতা শ্রীকৃষ্ণের আবর্ভাব হয়েছিল। তাঁর শক্তিা হলো-অন্যায়কে পরাভূত করে ন্যায়কে প্রতষ্টিতি করা।

নানা ভূমকিয় অবতীর্ণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ মানবজাতির কাছে জীবন ধারণের অনন্য উদাহরণ রেখে গেছেন। ঈশ্বরতত্ত্বেরে মহান প্রতীক শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় অবতারকৃষ্ণ ও পুরুষোত্তম কৃষ্ণ, বদে ঋষিকৃষ্ণ ও দবেতাকৃষ্ণ, মহাভারতে রাজর্ষিকৃষ্ণ, শাসক ও প্রজাপালক কৃষ্ণ, অত্যাচারী দমনে যোদ্ধা কৃষ্ণ, ইতহাসে তনি যাদবকৃষ্ণ, দর্শনশাস্ত্রেরে সচ্চদিনন্দ বা দার্শনিক কৃষ্ণ নামে পরচিত। তাঁর বাণী সমগ্র বিশ্বকে হাজার হাজার বছর ধরে আলোড়িত করছে। মানবরূপে পৃথিবীতে আবর্ভাবের কারণ হিসেবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নজিই শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় বলছেন,

“যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানিভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমর্ধমস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।” (জ্ঞানযোগ-৭/৮)

অর্থাৎ যখনই ভারতে ধর্মের গ্লানি হয়, অধার্মিকদেরে অত্যাচার বড়ে যায়, তখনই সাধুদের ও ধর্ম রক্ষার জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। তিনি বিভিন্ন সময়ে আবর্ভূত হয়ে সাধু ও ধর্ম রক্ষা করে তাঁর কথা রখেছেন। সর্বোত্তম তিনি অত্যাচারী কংসের হাত থেকে ধর্ম ও সাধুদের রক্ষার জন্য বসুদেবে ও দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং কংস, জরাসন্ধসহ অত্যাচারী রাজাদের বধ করে তিনি সাধু ও ধর্মকে রক্ষা করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এ জন্মতথ্যই জন্মাস্টমী নামে পরিচিতি।

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের জন্মের রয়েছে ঐতিহাসিক পটভূমি। ইতিহাসের আলোকে এবং সনাতন ধর্মীয় বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে জানা যায়, আজ থেকে 5 হাজার 249 বছর পূর্বে কয়কেন্দ্র অত্যাচারী অসুর বশিষ্ঠ শাসন করতেন। তাঁদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেবদেবীগণ কৃষ্ণ সমুদ্রের তীরে বসে ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করতে থাকেন। তাঁদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে শুধুমাত্র ব্রহ্মার অবগতির জন্য দেববাণী হলো, “হে ব্রহ্মা, আমি খুব তাড়াতাড়ি যদুবংশীয় রাজা উগ্রসেনের মথুরায় সুরসেনের পুত্র বসুদেবের সন্তান রূপে দেবকীর অষ্টম গর্ভে আবর্ভূত হবো। ধর্মের দাবীসহ সবাই আমার নরিশে অনুসারে দ্বারকা, মথুরা এবং ব্রজের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে জন্মগ্রহণ করবেন।”

আবার অন্যদিকে অত্যাচারী কংস কঠোর আরাধনায় বর লাভ করেছিলেন, তাঁর কাকাতো বোন দেবকীর (উগ্রসেনের ভাই দেবকের সাত কন্যার একজন) অষ্টম সন্তান ছাড়া অন্য কোনোভাবেই তাঁর মৃত্যু হবে না। এ কারণেই কংসের অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

দ্বাপরযুগের শেষদিকে যখন সমগ্র ভারতবর্ষে হানাহানি, রক্তপাত, সংঘর্ষ, রাজ্যলোভে রাজন্যবর্গের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ তথা বশিষ্ঠ খলায় পরিণত হয় ঠিক তখনই সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়ের যুগ সন্ধিক্ষণে স্বয়ং বশিষ্ঠ অবতারের আবর্ভাব অনিবার্য হয়ে পড়ে।

মানবতাবাদী চরিত্রে চিত্রিত যুগ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তথিতিতে রোহিণী নক্ষত্র যোগে মথুরা ভোজবংশীয় রাজা উগ্রসেনের পুত্র অত্যাচারী কংসের কারাগারে এক বৈরী সমাজে অত্যাচারী ও দুর্জনের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ সাধুজনের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও দুষ্টির দমন এবং শিষ্টির পালনের লক্ষ্যে বসুদেবে ও দেবকীর অষ্টম সন্তানরূপে আবর্ভূত হয়েছিলেন। কারাগারের ঘোর অমানিশার অন্ধকারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই শ্রীকৃষ্ণের গায়ের রং শ্যামল, অন্য অর্থে ধূসর, পীত অথবা কালো। ওই সময় দুরাচারী রাজা কংস রাজধর্ম, কুলাচার, সদাচার ভুলে গিয়ে

স্বচেষ্টাচারিতা, অন্যায়, অবচারে মত্ত হয়ে ওঠেছিলেন। নিজের জন্মদাতা পতি উগ্রসেনকে কারাগারে নিক্ষেপ করে জোরপূর্বক মথুরার সিংহাসন দখল করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ত্রাসের রাজত্ব কায়মে করেছিলেন কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ, চন্দ্রিাজ, শিশুপালসহ অনেকে রাজা।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মতে, পাশবিক শক্তি যখন ন্যায়নীতি, সত্য ও সুন্দরকে গ্রাস

করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন সেই অশুভ শক্তিকে দমন করে মানবজাতির কল্যাণ এবং ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য বষ্ণুর অষ্টম অবতার রূপে মহাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁর আবির্ভাব বিশ্বের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে। নরীয়াতীত-নপীড়তি মানুষকে রক্ষায় তিনি পরিত্রাতার ভূমিকা পালন করেন এবং অন্ধকার সরিয়ে তিনি এ ধরাধামকে আলোয় উদ্ভাসিত করেন।

উল্লেখ্য, কংসের সঙ্গে মগধের অধিপতি অত্যাচারী জরাসন্ধের দুই ময়েরে বয়িরে পূর্বে মথুরার রাজা ছিলেন কংসের পতি উগ্রসেন। জরাসন্ধ ১৮ বার মথুরা আক্রমণ করেন। কিন্তু ধার্মিক, ন্যায়বান ও পরাক্রমশালী শাসক উগ্রসেনের প্রতিরোধের মুখে প্রতিবারই মথুরা দখলে ব্যর্থ হন। ফলে গ্লানিতে প্রায় অস্থির জরাসন্ধ হীনস্বার্থে কুটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে উগ্রসেনের ক্షমতাভী পুত্র কংসকে নজিদের ভিড়িয়ে নজিরে দুই ময়েরে সঙ্গে বয়িরে দিয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ফলে অত্যাচারী জামাই-শ্বশুর অত্যাধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং প্রতিশোধস্পৃহায় মত্ত জরাসন্ধের মন্ত্রণায় কংস নজিরে বৃদ্ধ পতি উগ্রসেনকে কারাগারে নিক্ষেপে করে মথুরার ক্షমতা দখল করেন। এতে অত্যন্ত দশেপ্রমেকি ও গণতান্ত্রিকি চতেনায় উদ্বুদ্ধ বিশেষ করে যাদবরা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন এবং কংসের এমন কর্মে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন।

ফলে কংস তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও যাদবকুলকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে কৌশল হিসেবে যাদব বংশের শুরসনের পুত্র তাঁরই বন্ধু বসুদেবের সঙ্গে প্রিয় কাকাতো বোন দবেকীর বয়িরে দিয়ে নজিরে রাখার সারথি হয়ে বসুদেবসহ দবেকীকে বিদায় জানাতে যাওয়ার সময় দৈববাণী শুনতে পান, আরে মূর্খ কংস, তুমি জানো এই দবেকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমার মৃত্যুর কারণ হবে ? দৈববাণী শুনতে কংস মৃত্যুর আশঙ্কায় উন্মাদ হয়ে চুলের মুঠি ধরে রথ থেকে নামিয়ে দবেকীকে হত্যা করতে উদ্যত হলে স্ত্রীকে বাঁচাতে বসুদেব এগিয়ে যান। তিনি কংসকে আশ্বস্ত করলেন যে, তাদের প্রত্যেকেটি সন্তান জন্মের পরই তার হাতে তুলে দেবেন। এতে কংস বোনকে হত্যা না করে দু'জনকেই কারাগারে বন্দী করে রাখেন।

অথচ কংস বোন দবেকীকে প্রাণাধিক ভালোবাসতো। কিন্তু স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটতেই নমিষি সব ভালোবাসা হাওয়া হয়ে গেল। কারণ, যারা অসুর প্রকৃতির তাদের মনোভাব এমনই হয়।

প্রতিশ্রুতিমতো বসুদেব তাঁদের প্রথম সন্তানকে কংসের হাতে তুলে দিলে কংসের একটু মায়া হয়। কারণ, তাঁকে বধ করবে দবেকীর অষ্টম সন্তান। প্রথম সন্তানকে হত্যা করে কী লাভ ? এমন ভাবতেই দবের্ষিনিারদ এসে কুমন্ত্রণা দেন। এরপর একে একে বসুদেব-দবেকী দম্পতির ৬ সন্তানকে কংস পাথরের ওপর আছাড় দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। সপ্তম সন্তান বলরাম যখন দবেকীর গর্ভে আসেন তখন ভগবানের নির্দেশে দ্বী যোগমায়া দবেকীর গর্ভ হতে তাঁকে নন্দালয়ে বসুদেবের দ্বিতীয় স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তর করেন। সেখানে বলরামের জন্ম হয়। এদিকে প্রচার করা হয় দবেকীর গর্ভপাত হয়েছে।

এবার অষ্টম গর্ভের সন্তান অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মগ্রহণ করার পালা। মৃত্যুর আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত কংস হয়ে ওঠে দশিহারা। কারাগারের বাইরে পূর্বের চয়ে কংস আরও বেশি পাহারার ব্যবস্থা করলেন। উপস্থিতি হলো কাঙ্খতি সেই মাহেন্দ্রক্షণ। ভাদ্র

মাসেরে অষ্টমী তথি। ভীষণ দুর্যোগময় রাত। প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে প্রকৃতি ধারণ করে এক অন্তরকম মূর্তি। মধ্যরাত্রিরি নবিড়ি অন্ধকারে ভুবন আবৃত। সবাই গভীর নদ্রায় আচ্ছন্ন। এমন সময়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী চতুর্ভূজ মূর্তিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংসেরে কারাগারে আবর্তিত হন। বসুদেবে ও দেবকী বস্ময়-বস্মিফোরতি চোখে প্রত্যক্ষ করেন শ্রী ভগবানের সেই জ্যোতির্ময় আবর্তিত। অভ্যুত দেবকী-বসুদেবে নয়নভরে দেখেন অপরূপ সৌন্দর্যমন্ডিত মনোহর শিশুটিকে চতুর্ভূজ বর্ণমালা পরহিতি অবস্থায়। বক্ষ্যে শ্রীবৎস চহিন, সারা অঙ্গে মণিমুক্তাখচতি বহু মূল্যবান অলঙ্কারাদি। ভগবানের আবর্তিতাবরে কৃষ্ণটিও সর্বসুলক্ষণযুক্ত, ঐশ্বর্যমন্ডিত তাৎপর্যে উদ্ভাসিত। তাঁরা বুঝতে পারলেন, জগতেরে মণ্ডলারথে পূর্ণবক্ষ্য নারায়ণই জন্মগ্রহণ করছেন তাঁদেরে ঘরে। বসুদেবে কড়জোরেরে প্রণাম করে বন্দনা শুরু করলেন। দেবকী প্রার্থনা শেষে একজন সাধারণ শিশুর রূপ ধারণ করতে বললেন শ্রীকৃষ্ণকে।

এমন সময় দৈববাণী শোনা যায়, “বসুদেবে, তুমি এখনই গোকুলে গিয়ে নন্দেরে স্ত্রী যশোদার পাশে তোমার ছলেটিকে রেখে এই মুহূর্তে জন্ম নেওয়া তাঁর কন্যা শিশুটিকে নিয়ে এসে দেবকীর কোলে শুষে দাও। আমার মায়ায় পৃথিবীর মানুষ এখন গভীর ঘুমে অচেতন, যার ফলে কেউ কিছুই জানতে পারবে না।”

কারাগারেরে তালা এমনতিহে খুলে গিয়েছিল। প্রহরীর গভীর নদ্রায় মগ্ন। বাইরে প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে বসুদেবে তাঁর সন্তানকে নিয়ে বৃন্দাবনেরে উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। পথে যমুনা নদী। বর্ষাকাল, তাই যমুনা কানায় কানায় পূর্ণ। এ যমুনা পাড়ি দিয়েয়া অসম্ভব মনে হলো তাঁর। কিন্তু ভরা ভাদ্রেরে প্রমত্তা যমুনাও কৃষ্ণগমনেরে পথ সুগম করে দেন। হঠাৎ দেখলেন, একটা শৃগাল যমুনা নদী পার হচ্ছে। বসুদেবে তখন ওই রূপধারী শৃগালকে পথ প্রদর্শক মনে করে শৃগালটির পছিন পছিন যমুনা পার হয়ে গেলেন। অঝোর বারধারার সঞ্জন থেকে শ্রীকৃষ্ণকে বাঁচাতে নাগরাজ তাঁর বিশাল ফণা বিস্তার করলেন তাঁদেরে মাথার ওপর। এসবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরে অলটোকি ঐশ্বর্যেরে প্রকাশ। কিছু সময়েরে মধ্যে বসুদেবে তাঁর সন্তানকে মা যশোদার কোলে রেখে যশোদার সদ্যজাত কন্যা যোগমায়াকে নিয়ে কংসেরে কারাগারে ফিরে এলেন।

পরদিন ভোরেরে কংস সেই শিশুটিকে বধ করতে উদ্যত হল হাত থেকে ফসকে সেই কন্যা সন্তান মা দুর্গার রূপ ধারণ করে বললেন, “ওরে মূর্খ, তোমার বধবিষে যে গোকুলে বাড়িছে সে।” এ কথা শুনতে কংস মথুরার সকল শিশুদেরে মারার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুর্ভাগ্য কংসেরে এ পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেন।

সনাতন ধর্মীয় শাস্ত্র থেকে জানা যায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এ পৃথিবীতে 125 বছর লীলা বিলাস করছিলেন। তার মধ্যে 12 বছর বৃন্দাবনে লীলা করছিলেন। এ সময় কংস শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে বিভিন্নভাবে প্রয়াস চালান। কংসেরে নরিশেষে শ্রীকৃষ্ণকে বিভিন্ন কঠোর হত্যা করতে গিয়ে পুতনা রাক্ষসী, কালীয়াগেরে মতো বিশাল দৈত্যাকৃতি বিভিন্ন অসুররা প্রাণ হারান।

বৃন্দাবনে 12 বছরেরে লীলা শেষ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়ে কংস, চণ্ডেরাজ, শিশুপাল সহ বিভিন্ন অত্যাচারীদের বিনাশ করেন এবং ভীমকে দিয়ে জরাসন্ধকে হত্যা

করেন। এসব দৈত্যাকৃতি অসুরদরে বরিদ্ধে তাঁর একক হামলা এবং তাদের পরাস্ত করার কৌশলাদিয়ে কোনও চটকশ মধোবী সামরিকি দূর্ধর্যতাকণে হার মানায়। এরপর শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চপান্ডবদরে পক্ষ নিয়ে অস্ত্র ধারণ না করে অর্জুনরে রথরে সারথি হয়ে কুরুক্ষেত্রেরে যুদ্ধরে মাধ্যমে অত্যাচারী দূর্যোধন-দুঃশাসন প্রভৃতকি বিনাশ করেন। এখানহে পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় 18টি অধ্যায়রে মাধ্যমে জাগতিক জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, মুক্তি, মোহ, যশ, খ্যাতি, অর্থ-বিত্তরে মায়াজাল, অন্যায়-অবচার প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞানদান করেন এবং মানব জীবনরে মুক্তি ও পাপমুক্ত হওয়ার নির্দেশে দেন। তাঁর দিব্য জন্ম মানবতার বশির্ব গড়ে সুন্দর ও সুখময় জীবনযাপনরে নির্দেশনা দেন।

মহাভারতরে যুদ্ধ শেষে তিনি অনেক বছর দ্বারকা নগরী শাসন করেন। এ সময় বলরাম গহীন বনে গিয়ে যোগবলে দেহত্যাগ করেন এবং 125 বছর লীলা শেষ করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তমাল গাছরে নচিহে এক ব্যাধরে শরাঘাতে ইহলীলা সাঙ করে এ ধরাধাম ত্যাগ করেন।

কবিরু রবীন্দ্রনাথরে মতে, প্রথাগত বৈদিক ধর্ম ও তার দেবদেবীর বরিদ্ধে কৃষ্ণরে এই অবস্থান, আধ্যাত্মিকি ভক্তি আন্দোলনরে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকি হয়ে উঠেহে। জীবকুলে তিনি সত্যরে বাণী স্থাপন করেহেন। ন্যায়রে পক্ষে ভগবদ্ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে জীবশিক্ষার জন্য বিভিন্ন কর্ম করেহেন। আগামী দিনে সত্যরে পথে চলার মত আলোকবর্তকারূপে বিভিন্ন শিক্ষা দিয়ে গেহেন। আর এই কারণহে সকল সময়ে সর্বত্র তাঁর স্তব হয়। তিনি জগৎশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলেহে যুগে যুগে উচ্চারতি হবহে তাঁর নাম। ‘কৃষ্ণ’ মানহে সত্তা আর ‘ণ’ এর অর্থ হল আনন্দ। এই দুই মলিহেই তিনি কৃষ্ণ। সেই পরমপুরুষ মহাবতার শ্রীকৃষ্ণরে জন্মতথিতিহে পৃথিবী থেকে দূর হোক সকল অসত্য, অন্যায়, অধর্ম। তাই আসুন, আমরা এ দিনটির অমর বার্তায় অভিস্নাত হয়ে নজিদেরে জীবনকে উজ্জীবতি করে সবাই শুচিস্নাত হই জন্মাষ্টমীর পবতির পরশে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে শুভ জন্মতথিতিহে প্রার্থনা করি যনে, বশির্বব্যাপি শান্তি বরিাজ করুক, বিভিন্ন দেশে বরিাজমান যুদ্ধবগিরহ বন্ধ হোক, আলোকতি হোক মানবসমাজ। খুলে দিকি মানবকি চোখ। কারণ, ধর্ম সব সময় সত্য ও সুন্দররে পথ দেখায়।

এই দিনটিহে বশির্বে ভাবে আহাশুদ্ধি রাখা উচতি।

প্রত্যকে ব্যক্তকি এই বশির্বে দিনটি ভগবান শ্রী কৃষ্ণরে চরণে সমর্পন করা উচতি। ইহা পরম মানবকি ও ধার্মকি কর্তব্য।

কভাবে পবতির জন্মাষ্টমী ব্রত পালন করবনে??

১। জন্মাষ্টমীর আগরে দিনি নরিমষি অন্ন খয়েহে সংযম পালন করতে হবহে এবং রাত ১২টার মধ্যে খয়েহে নতিহে হবহে। ঘুমনোর আগে অবশ্যই ভাল করে মুখ ধুয়ে ঘুমতে হবহে।

২। জন্মাষ্টমীর দিনি সকাল থেকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত উপবাস এবং জাগরণ। উপবাস থেকে হরনাম জপ, কৃষ্ণ লীলা শ্রবণ, ভগবানকে দর্শন, ভক্ত সঙগে হরনাম কীর্তন, অভিষিকে দর্শন করতে হবহে এবং ভগবানকে অভিষিকে করে একাদশীর দিনরে মতো অনুকল্প প্রসাদ

সবেন করতে হবে।

৩। তবে যাঁদের উপবাস পালনে সমস্যা, অসুস্থ, তাঁরা অবশ্যই দুপুর ১২ টার পরে একটু দুধ, বা ফল খেতে পারবেন। তবে এই ব্রতের একাদশীর মতোই অন্ন-সহ পঞ্চ রবি শস্য খাবার বধিান নাই।

৪। জন্মাষ্টমীর পরের দিন সকালে স্নান করা শেষে নর্দিষ্টি সময়ের মধ্যে পারণ মন্ত্র পাঠ করে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ দিয়ে পারণ করবেন।

পারণ মন্ত্র

পারণ আরম্ভের মন্ত্র:

"সর্বায় সর্বশ্বেব্রায় সর্বপতয়ে সর্বসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।"

পারণান্তের মন্ত্র:

"ভুতায় ভুতশ্বেব্রায় ভুতপতয়ে ভুতসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।"

কৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। তাঁকে সর্বোচ্চ ঈশ্বর (পরম সত্ত্বা) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এবং পবিত্র ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদভগবদ্গীতা- এর প্রবর্তক। তিনি, বৃন্দাবনের অধীশ্বরী শ্রীরাধিকার প্রাণনাথ।

প্রতিবছর ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী (জন্মাষ্টমী) তথিতিতে তার জন্মোৎসব পালন করা হয়।

ঋগ্বেদে একাধিকবার (১। ১০১, ১১৬-৭, ১৩০ ইত্যাদি) এবং ছান্দোগ্যোপনিষৎ (৩।১৭।৬-৭) এবং কঠোপনিষৎব্রাহ্মণে (৩।১৬) কৃষ্ণের উল্লেখ রয়েছে।

মহাভারত ও হরবিংশ এবং ভাগবতই কৃষ্ণকে জানার সবচেয়ে প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম।

জৈন ধর্মে ২২তম তীর্থঙ্কর আরশিটা নমেনিথ শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে ভাই ছিলেন।

শ্রীমদভাগবত দশম স্কন্ধে এই শ্লোক থেকে জানা গেছে, শ্রীকৃষ্ণ যদেনি অন্তর্ধান করেন সেই দিনই কলযুগ আরম্ভ হয়।

ভাদ্রের কৃষ্ণা অষ্টমী তথিতিতে বৈষ্ণব অষ্টম অবতার হিসাবে কংসের কারাগারে আবর্তিত হয়। পাপমোচন ও ধর্ম সংস্থাপন ও সাধুপরিত্রাণের জন্য ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তথিতিতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণের আবর্তিত হয় কংসের কারাগারে।

পাপমোচন ও ধর্ম সংস্থাপন ও সাধুপরিত্রাণের জন্য ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তথিতিতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণের আবর্তিত হয় কংসের কারাগারে। অত্যাচারী রাজা, ভয়ঙ্কর দস্যু ও ভীষকিময় পশুর দমনের জন্য এবং সাধুর পরিত্রাণের কারণে এই সময়ে তিনি আবর্তিত হয়েছিলেন।

১২৫ বছরের জীবনে তিনি কংস, শিশুপাল, কালযবন, জরাসন্ধ, পুতনা, শকটাসুর, তৃণাবর্ত, নলকুবের, মণগিরী, জরাসন্ধ, পুতনা, শকটাসুর, তৃণাবর্ত, নলকুবের, মণগিরী, বতাসুর,

বকাসুর, অঘাসুর, কালিয়া, প্রণমাসুর, শঙ্খাসুর, অরস্টাসুর, ব্যোমাসুর, নরকাসুরকে বধ করেন। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে অর্জুনকে দেখিয়েছেন তিনি বিশ্বের স্রষ্টা ও হন্তা। বুঝিয়েছেন ধর্মের জয় যুগে যুগে।

শ্রীকৃষ্ণের ধনুকের নাম ছিল সরঙ্গ,

তাঁর খড্গের নাম ছিল নন্দক,

তাঁর গদার নাম ছিল কটামুদকী

তাঁর শঙ্খের নাম ছিল পাণ্ডজন্ম।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পূজার উপকারিতা:-----

1. কৃষ্ণের পূজা & হোম আপনার বাচ্চাদের নরিপত্তার জন্য এবং সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য ভগবান বস্গুর আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য চমৎকার।
2. এটি গর্ভাবস্থায়, গর্ভপাত প্রতিরোধে সাহায্য করে এবং একজন সুস্থ শিশুর নরিপদ প্রসবের সাথে ব্যক্তিকে আশীর্বাদ করে।
3. এটি শিশুকে সুস্বাস্থ্য ও বুদ্ধিমত্তার আশীর্বাদও করে।
4. শিশুদের যবে কোনও খারাপ নজর থেকে রক্ষা করে।
5. গর্ভাবস্থার সময়, মহিলাদের সুরক্ষা দেয়।
6. সন্তানের জন্য আকুল দম্পতদের জন্য অত্যান্ত উপকারী।
7. গর্ভাবস্থার সময়, যবেকোনও ধরনের গর্ভপাত এবং জটিলতা প্রতিরোধ করে।
8. এটি একজনকে ভগবান কৃষ্ণের কাছ থেকে আশীর্বাদ পতে সাহায্য করে।
9. এটি একটি সুখী দাম্পত্য জীবন কাটাতে সাহায্য করে এবং সমস্ত ধরনের পার্থবি সম্পদ দিয়ে আশীর্বাদ করে।
10. এটি দম্পতিকে সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্ত হতে এবং একে অপরের সাথে সম্পর্ক উন্নত করতে সাহায্য করবে।
11. এটি শিশুর বুদ্ধিমত্তা ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতেও সাহায্য করে।
12. যবে কোন ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা প্রকৃত শিক্ষা জ্ঞান বৃদ্ধি হতে সাহায্য করে।

এই কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে নজিরে হাতে করুন নযি, বাল গোপালের পূজা!